EKDIN; 19th September, 2012, Siliguri

জবকার্ডের সমস্যা মেটাচ্ছে সোস্যাল অডিট

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: জবকার্ড ঠিক কী জানেন না মেটেলি গ্রাম পঞ্চায়েতের দিনমজুর অপূর্ব রায়। পঞ্চায়েত থেকে একবার কার্ড পেয়েছিলেন বটে, তবে সেটা খায় না, মাথায় দেয় তিনি বোঝেননি। গুড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমাই ঘোষ মাস পাঁচ-ছয় আগে জবকার্ড পেয়েছিলেন, কিন্তু এত দিনেও একশো দিনের প্রকল্পে তাঁর কাজ জোটেনি। অথচ কাজ না-পেলে বেকারভাতা পাওয়ার কথা। কিন্তু অভাবের সংসারে সেই নিশ্চয়তাটুকুও পাননি তিনি। আরও খারাপ অবস্থা ফালাকাটার গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সমীর মণ্ডলের। এলাকার এক প্রভাবশালী নেতার সৌজন্যে তাঁর জবকার্ড জুটেছিল। তবে সেটি কাছে রাখার, অধিকার নেই। নেতার জিম্মাতেই কার্ড রয়েছে। অতএব ১০০ দিনের কাজ করে টাকা রোজগারেও কোনও উপায় নেই। জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের এটাই বাস্তব চিত্র জলপাইগুড়ি জেলায়।

এহেন জটিল সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি পেতে সোস্যাল অডিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একশো দিনের কাজ প্রকল্পে জেলা দফতর থেকে পাঠানো প্রতিনিধিরা সরাসরি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন। জনতার দরবার থেকে উপভোক্তাদের জবকার্ডের গুরুত্ব বোঝানো হচ্ছে। সেখানে উপভোক্তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধান। প্রকাশ্যে ভুল স্বীকারও করছেন অনেকে। চলতি বছর জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলি ব্লকের বিধাননগর, নাগরাকাটার গুড়াপাড়া, ফালাকাটার গুয়াবরনগর, রাজগঞ্জের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সোস্যাল অডিট করা হবে।

পাঁচ কর্মীকে নিয়ে সোস্যাল অডিট টিম তৈরি করেছে একশো দিনের কাজ প্রকল্পের জলপাইগুড়ি জেলা দফতর। অন্য কোনও এলাকার চার শিক্ষিত যুবক ও একজন অফিসার প্রতিদিন বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শন করছেন। সেখানে প্রায় ২০০জন দিন মজুরের ওপর সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। এই কাজের জন্য দফতরের তৈরি করা প্রশ্নপত্রে নিজেদের সমস্যা লিখে জানান তাঁরা। লেখাপড়া না-জানলে, মুখে মুখেও প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন অনেকে। তার পর ওই প্রশ্নগুলি খতিয়ে দেখে জনতার দরবার ডাকা হচ্ছে। সেখানে সরকারি প্রতিনিধিদের সামনে জবকার্ডধারীদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান। এমনকী, পঞ্চায়েত সদস্যদেরও এ ব্যাপারে অনেক কিছু অজানা রয়েছে। সোস্যাল অডিটের মাধ্যমে তাঁরাও উপকৃত হচ্ছেন।

জবকার্ড পাওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে কাজ দিতে না-পারলে, বেকার ভাতা দিতে হয় জানতেন না শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। ওই এলাকার এক জবকার্ডধারী জানিয়েছেন, একশো দিনের কাজ প্রকল্পের দৈনিক মজুরির টাকা ব্যাঙ্ক কিংবা ডাকঘর থেকে তুলতে হয়। এর জন্য নির্ধারিত ফর্ম ভর্তি করতে হয়। নিরক্ষর গ্রামবাসীরা অত নিয়মকানুন বোঝেন না। ফলে দু'টাকার বিনিময়ে বিপিএলভুক্তদের টাকা তোলার ফর্ম দেন শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সুপারভাইজার। জনতার দরবারে এই অভিযোগ স্বীকার করে সংশোধনে আশ্বাস দিয়েছে ওই গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। ফালাকাটার গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ গ্রামবাসীর জবকার্ডে ছবি নেই। নাম না-প্রকাশ করার শর্তে এক জবকার্ডধারী জানিয়েছেন, 'এলাকার নেতাদের কাছে তাঁদের কার্ড জমা থাকে।' একশো দিনের কাজ প্রকল্পে ১,৫৬০ টাকা পাওয়ার কথা ছিল নাগরাকাটা গুড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা মালেকা খাতুনের। কিন্তু তিনি ৫০ টাকা কম পেয়েছেন বলে অভিযোগ। সরকারি প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অভিযোগ স্বীকার করে ভুল শুধরে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা।

একশো দিনের কাজ প্রকল্পের জলপাইগুড়ি জেলার নোডাল অফিসার সমীরণ মণ্ডল বলেন, 'পুজোর আগে আলিপুরদুয়ারের কামাখ্যাগুড়ি ও চাপড়েরপার গ্রাম পঞ্চায়েতে সোস্যাল অডিট করা হবে। এই কাজে ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। প্রধান ও উপ-প্রধানের থেকে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস পেয়ে খুশি গ্রামবাসীরা।' জলপাইগুড়ি জেলার সোস্যাল অডিটের কো-অর্ডিনেটর সুদীপ রায় বলেন, জবকার্ড নিয়ে এক মাসে ২২টি অভিযোগ জমা পড়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ উঠে এসেছে। গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্য সোস্যাল অডিট ও জনতার দরবারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কাজে ভালো সাড়া মিলছে।